ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

টম ক্রুজকে টেক্কা দিয়ে বিশ্বজয়ের পথে শাহরুখের পাঠান-জাওয়ান

পৃঃ ৫

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল কেমন হবে?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০২৩ ● কলকাতা ● ০৮ মাঘ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ২৩ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সংহতি মিছিলে

মমতার পথেই রয়েছেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার তৃণমূলের আহূত সংহতি মিছিলে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই রইলেন তৃণমূলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজরা থেকে তিনিও মিছিলে পা মেলালেন নেত্রীর সঙ্গে। হাজরা থেকে যে মিছিল শুরু হয়, তার প্রথমেই রয়েছেন মমতা। পাশে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা।সোমবার মমতার মিছিল ছাড়াও শহর জুড়ে প্রায় ৬০টি মিছিল এবং জমায়েত হচ্ছে। ধর্মীয় মিছিল যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কর্মসূচিও। উত্তর কলকাতার একটি মিছিলে পা মিলিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুপুরে বামফ্রন্ট-বহির্ভূত প্রায় ২০০টি বামপন্থী গণসংগঠন 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী' মিছিল করেছে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে। ওই মিছিল শেষ হয়েছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সামনে।তারই পিছনে অভিষেক। তাঁর পাশে হাঁটছেন রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী এবং তৃণমূলের নেতা।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিন শহরে সংহতি মিছিলের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। বস্তুত, ওই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন মমতা। রামমন্দিরের উদ্বোধন এবং রামলালার বিগ্রহে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' নিয়ে যখন সারা দেশের অধিকাংশ রাজ্যই উদ্বেল, বহু রাজ্য দিনভর ছুটি ঘোষণা করেছে, তখন সেই 'স্রোত'-এর বিপরীতে হেঁটে একমাত্র মমতাই 'সংহতি মিছিল'-এর কর্মসূচি নিয়েছেন। কিন্তু জল্পনা ছিল,

এরপর ৩ পাতায়

রাম শুধু আমাদের নয়, সবার: মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডাঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক : অযোধ্যা, ২২ জানুয়ারী ২০২৫ (এজেন্সি): নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বলেছেন যে রাম শুধু আমাদের নয়, সকলের এবং তাঁর খ্যাতি বাসুধৈব কুটুম্বকমের খ্যাতিও। শ্রী মোদী রাম লালার পুজোর পর এখানে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় এই কথা বলেন।তিনি বলেছিলেন যে শতাব্দীর অভূতপূর্ব ধৈর্য, অগণিত ত্যাগ ও তপস্যার পর আজ আমাদের রাম এসেছেন। এই উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রী মোদী বলেছেন যে আমি এখন গর্ভগৃহে ঐশ্বরিক চেতনার সাক্ষী হয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত। আমাদের রাম লালা আর তাঁবুতে নয়, দিব্য মন্দিরে থাকবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং অগাধ বিশ্বাস আছে যে যাই ঘটুক না কেন, বিশ্বের প্রতিটি রাম ভক্ত অবশ্যই তা অনুভব করছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাম মন্দির নির্মাণের পর দেশবাসীর মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হচ্ছে। আজ আমরা পেয়েছি শতাব্দীর ঐতিহ্য। শ্রী রামের মন্দির পাওয়া গেছে। দাসত্বের মানসিকতা ভেঙে জেগে ওঠা জাতি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে।

পবিত্র ভূমি, অযোধ্যা শহর এবং সরযু নদীকে অভিবাদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমি এই সময়ে ঐশ্বরিক শক্তি অনুভব করছি। সেইসব ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা আমাদের চারপাশেও বিদ্যমান। আমি তাকে সালাম জানাই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সংবিধানের প্রথম কপিতে ভগবান রাম রয়েছেন। ভগবান রামের অস্তিত্ব নিয়ে আইনি লড়াই চলে কয়েক দশক ধরে। আমি বিচার বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞ যে এটি ন্যায়বিচারের মর্যাদা রক্ষা করেছে।

শ্রী মোদী বলেন, আজ প্রতিটি গ্রামে কীর্তন হচ্ছে। চলছে পরিচ্ছন্নতা অভিযান। দীপাবলি উদযাপন করছে দেশ। সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে জ্বলবে রাম জ্যোত।

রাম-দিনে উত্তরপ্রদেশে

সাড়ম্বরে পূজিত রাবণও, বসবে দশাননের মূর্তিও

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : শুভ যা কিছু, প্রথম জন তার প্রতীক। আর দ্বিতীয় জন অশুভ-র সমার্থক। অশুভ শক্তিকে হারিয়ে শুভ শক্তির জয়ের অমর গাথা রামায়ণ। অথচ কালের বিবর্তনে এক উত্তরপ্রদেশের মাটিতেই পূজিত উভয়ই। অযোধ্যাভূমে রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্র আর গ্রেটার নয়ডার বিশরখে দশানন রাবণ।মন্দির চত্বরেই ঘুরে বেড়ানো বছর চোদ্দোর শিব ভাটি, দাদু দশাননের কাছ থেকে গল্প শুনেই বড় হয়েছে। নিজেকে রাবণের বংশধর বলেই দাবি করা শিবের কথায়, 'এটা যে রাবণের গ্রাম, তা ছোট থেকেই জানি। এখানেই দশটা মাথা কেটে শিবজিকে দিয়েছিলেন রাবণ। এই গ্রামের সকলেই তো রাবণের বংশধর। আমিও তাই। আমাদের কাছে রাবণ ভগবান। আমরা তাঁর পুজো করি।' মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রামদাস, মেজো পুরোহিতের নাম রামচন্দ্র। এছাড়াও গ্রামের বহু মানুষের নামই দশানন।কারণ, রাবণ এখানকার ভূমিপুত্র। গ্রামের নামও রাবণেরই পিতা বিশ্বশ্রবা মুনির নামেই। বিশরখের স্থানীয় মানুষজনের দাবি- রাবণের জন্ম, বেড়ে ওঠা, তপস্যা, সব কিছু এখানেই। পরে তিনি লঙ্কায় গিয়ে সতভাই কুবেরের থেকে সোনার লঙ্কা দখল করেছিলেন। তবে রাবণ মন্দির নামে পরিচিত হলেও

এরপর ৩ পাতায়

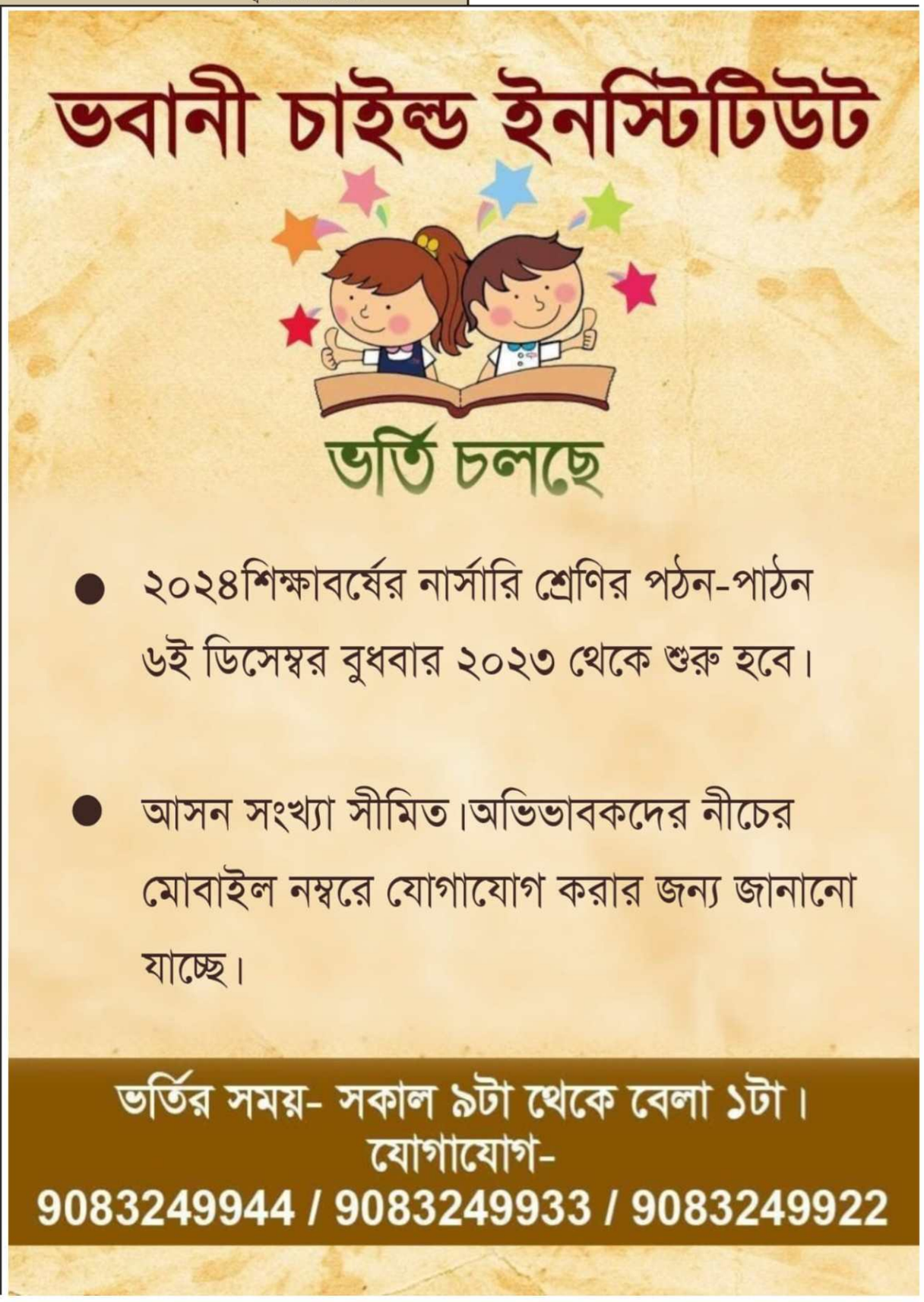

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির

দেশ আমেরিকার আজ কেন এত ঋণগ্রস্থ?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : যখনই আমেরিকান অর্থনীতির কথা ওঠে। তখন আমাদের মাথায় আসে বিশাল শক্তিশালী একটি দেশের ছবি যার থেকে ক্ষমতাবান কেউ নেই। যার অর্থনীতি বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী ও মজবুত। আমেরিকার অর্থনীতিকে আজও বিশ্বের সবদেশ একটি রোল মডেল হিসেবে দেখে। কিন্তু জানেন কী আমেরিকার অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশী লোন রয়েছে।ভারত সহ বহু দেশে আমেরিকাতে প্রচুর রপ্তানি করে, সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে আমেরিকার অর্থব্যাবস্থা ভেঙে পড়া মানে গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোই বিপদের মুখে পড়বে। কিন্তু আমেরিকার কাছে একটি অস্ত্র আছে তা হচ্ছে যতখুশি তত পয়সা ছাপানো। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন আমেরিকা যখন খুশি পয়সা ছাপাতে পারে। আসলে গোটা বিশ্ব নির্ভর করে আমেরিকান ডলারের উপর যা আমেরিকাকে যত খুশি পয়সা ছাপানোর লাইসেন্স দিয়েছে। বিশ্বের আর অন্য কোনও দেশ এটা পারে না।গোটা বিশ্ব যখন করোনা মহামারীর কারনে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিল তখন আমেরিকা নিজের মর্জি মতো পয়সা ছাপিয়েছে। আজ বিশ্বে মজুত থাকা মোট ডলারের ৪০ শতাংশই ২০২১ সালে ছাপানো! এই জিনিসটাই যদি অন্য কোনওদেশ করত তাহলে আজ দেওলিয়া হয়ে যেত। এজন্য আমেরিকা যত ঋণই নিক কিংবা আমেরিকাতে যতই মূল্যবৃদ্ধি হোকনা কেন আমেরিকান অর্থনীতি সর্বদা মজবুতই থাকবে। তবে আমেরিকার এই লোন নেবার ব্যাপারটা ঠিক নাকী ভুল!! দেখুন আমেরিকার তার শক্তিশলী মিলিটারি পাওয়ার, রিসার্চের জন্য ব্যাপক লোন দরকার। তাছাড়া আমেরিকা বিশ্বের বহু দেশকে প্রতিবছর অনেক অর্থ সাহায্য করে। বিশ্বের প্রতিটি উন্নত দেশ, কোম্পানী সবাই তাদের অর্থনীতি মজবুত করবার জন্য লোন নেয়।কোন দেশ কোথাও থেকে লোন নিয়ে ৪-৫ শতাংশ সুদে সেই লোন শোধ করতে পারে। এতে দেশটির একবারে নিজের থেকে এত অর্থ খরচ করতে হয় না। বরং এই অর্থ বাঁচিয়ে দেশটি এই অর্থ অন্য কোথাও বিনিয়োগ করতে পারে যেখানে থেকে ১০-১২ শতাংশ বেশী ফেরত পাওয়া যাবে। বিশ্বের অর্থনৈতিক মডেল ও লোন নেবার প্রক্রিয়া এভাবেই চলে।২০২২ এর মে মাসের তথ্য অনুযায়ী এই মহূর্তে আমেরিকার উপর প্রায় ৩০.৪৯ ট্রিলিয়ন ডলারের লোন রয়েছে। যদি তুলনা করা হয় তাহলে এই মহূর্তে ভারতের লোন আছে ৬২০ বিলিয়ন ডলার এবং রাশিয়ার লোন আছে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার। ১৯৯০ সাল থেকে আমেরিকার লোন প্রায় ৮০০ গুন বেড়েছে যা আজ সর্বোচ্চ। কয়েক বছর ধরে আমেরিকার লোন ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। এখন স্বাভাবিক ভাবেই কীছু কথা মাথায় আসবে আমেরিকা কেন এত লোন নেয়? পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ আজ এত ঋণগ্রস্থ কেন? আমেরিকা লোন নেয়ই বা কার কাছ থেকে? এর থেকে বরোনোর উপায় কী? অর্থনীতির এই বিষয় সম্পর্কেই আজ সহজ ভাষায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।লোন কোন নতুন বিষয় না, বহু কাল ধরেই বিভিন্ন দেশের সরকার দেশ চালাতে লোন নেয়। ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের শাসক বিশাল সংখ্যায় লোন নিয়েছে বিশেষ কিছু কারনে যার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারন হচ্ছে যুদ্ধের জন্য। যেমন ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধের পর ব্রিটেনের ঋণ তার মোট জিডিপির ১৬৪ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। আবার ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় তার জিডিপির ২৫৯ শতাংশ। আসলে এই লোন নেওয়া হত দেশের অর্থব্যাবস্থাকে সচল রাখতে। এমনই অবস্থা হয়েছে আমেরিকার সাথে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার ঋণ দাঁড়ায় তার জিডিপির ১০০ শতাংশ বেশী। আজ এই সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌঁছেছে। আসলে আমেরিকার তখন এত লোন বা ঋণ বেড়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের অর্থনীতির সংকোচনের জন্য। তবে আজ যে আমেরিকার এত লোন রয়েছে তার অনেক কারন আছে যার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারন হচ্ছে আমেরিকার ফেডারেল বাজেট। আমেরিকার ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ট্যাক্স আদায় করে এবং ফেডারেল সরকারকে তা দেয়। এবার সেই ট্যাক্স কত হবে এবং কী কী বিভাগে তা খরচ করা হবে তা ঠিক করে আমেরিকান কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রপতি। অনেক সময় কোন দেশের খরচ তার মোট লাভের তুলনায় কম হয় যাকে বাজেট ঘাটতি বলে। তখনই লোবেট দরকার হয়। আমেরিকায় গত কয়েক বছর ধরেই বাজেট

এরপর ৩ পাতায়

বার্ষিক চক্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪

শালবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর নিজস্ব সংবাদদাতা: নিউজ সারাদিন : মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সদর উত্তর চক্রের বার্ষিক চক্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ।পাঁচটি অঞ্চল থেকে ৩৬ টি ইভেন্টের জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরী এবং পতাকা উত্তোলন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচনা করেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মাননীয় সৌভিক জানা মহাশয় ।জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রোমান মন্ডল মহাশয় । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিজন। শালবনী নেতাজী স্টেডিয়ামে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কাশিজোড়া ৯ নাম্বার অঞ্চল এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হয়। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সৌভিক জানা মহাশয় তার বক্তব্যে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করেন। মাননীয় ভিডিও রোমান মণ্ডল মহাশয় তার বক্তব্যে খেলাধুলো যে জীবনের অঙ্গ এবং পড়াশোনার সাথে খেলাধুলো যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এবং বেড়ে ওঠার একটি প্রধান উপযোগী তা ব্যাখ্যা করেন। প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল শালবনী স্টেডিয়ামে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ সিনহা মহাশয় এবং শিক্ষিকা মোনালিসা বল্লভ।

সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের নিয়ে

হয়ে যাওয়া অনুষ্ঠান ডিঙ্গা ভাসাও

সমতুল নস্কর : কুলতলী, সুন্দরবন : নিউজ সারাদিন : ২০ও-২১ শে জানুয়ারী এপিডিআর এর অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান ডিঙ্গা ভাসাও হয়ে গেল।এবং মৎস্য জীবিদের সমস্য সমাধানের লক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন অচউজ এর রাজ্য সম্পাদক মাননীয় রনজিৎ সুর মহাশয়,মাননীয় মিঠুন মন্ডল প্রমূখ। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মৌতুলি নাগেশ্বর, ডাঃ সুরেশ বাইন,আলতাফ আমেদ, জয়নগর শাখার সম্পাদক,ও সেখ প্রলাশ। এই ২০ ও ২১ শে জানুয়ার মৈপীঠ কোষ্টালের প্রজাঘেরীতে এপিডিআর এর উদ্যোগে সুন্দর বনের মানুষের জীবন জিবিকা নিয়ে অনুষ্ঠান সকলের মন জয় করেছে বলে গ্রাম বাসীরা জানান।

'সংহতি র‍্যালির' সমর্থনে

পোর্ট এলাকায় তৃণমূলের সমাবেশ

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ওই সমাবেশে অংশ নেওয়া সমাজসেবক হাজী মাতলুব খান সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, শ্রী রাম আস্থার প্রতীক কিন্তু তাকে নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবং তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির সামনে বাংলায় বিজেপির রাজনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ এখানকার মানুষ শান্তিপ্রিয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মো. আলম, চন্দন গুপ্ত, রাজা পাসোয়ান, মুকেশ প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ একটি 'সংহতি র‍্যালির' করেন।পোর্ট এলাকায় উক্ত 'সংহতি র‍্যালির' সমর্থনে বিশাল মিছিল বের করায় যানজটের সৃষ্টি হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন

ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই শান্তির বার্তা নিয়ে

নবদ্বীপ শহর, ব্লক জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি যাত্রা

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : রাম মন্দিরের রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠানের দিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সারা রাজ্যব্যাপী পালিত হলো সংহতি যাত্রা। নবদ্বীপ শহরের পৌরসভার অন্তর্গত ২৪টি ওয়ার্ডে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগানের মাধ্যমে বিভিন্ন জীবন্ত ট্যাবলেট সহকারে সারা শহর পরিক্রমা করলো এই সংহতি যাত্রা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের দিনই পরিকল্পনা মত সোমবার সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে নানা ধর্মের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে পদযাত্রা এবং এলাকাভিত্তিক পথসভার আয়োজন করেছিল। নবদ্বীপের পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন পদযাত্রা সহকারে মন্দির মসজিদ গির্জা গুরুদ্বার সর্বত্রই সংহতি এবং শান্তির বার্তা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং জনসাধারণকে বলা হয় সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ভাগাভাগি করার চেষ্টা চলছে এরই প্রতিবাদ স্বরূপ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংহতি যাত্রা আহবান করেছেন। আমরা চাই না ধর্ম নিয়ে কোন রাজনীতি করা হোক।

নবদ্বীপ ব্লকের সভাপতি কল্লোল কর বলেন আমরা সকলে মানুষ সকলে মিলে মিশে থাকাটাই আমাদের কর্তব্য। ধর্ম সকলের, তাকে নিয়ে রাজনীতি করা আমাদের কাম্য নয়। বহু কোটি কোটি টাকার ব্যয় তৈরি হচ্ছে এরা মন্দির, এদিকে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া। দৈনন্দিন জীবনের মানুষের ব্যবহারিক ওষুধপত্র, রান্না গ্যাস তা কথা দিয়েও কোনরকম ভাবে কমায় নি আজও পর্যন্ত কেন্দ্রে এই সরকার। তাই এই লোকসভা কে আমাদের পাখির চোখ করে দেখতে হবে।নবদ্বীপ ব্লকের আটটি পঞ্চায়েতে আমাদের সর্বত্র সংহতি যাত্রা এবং পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবদ্বীপ ব্লকের বাবলারি পঞ্চায়েত

এরপর ৩ পাতায়

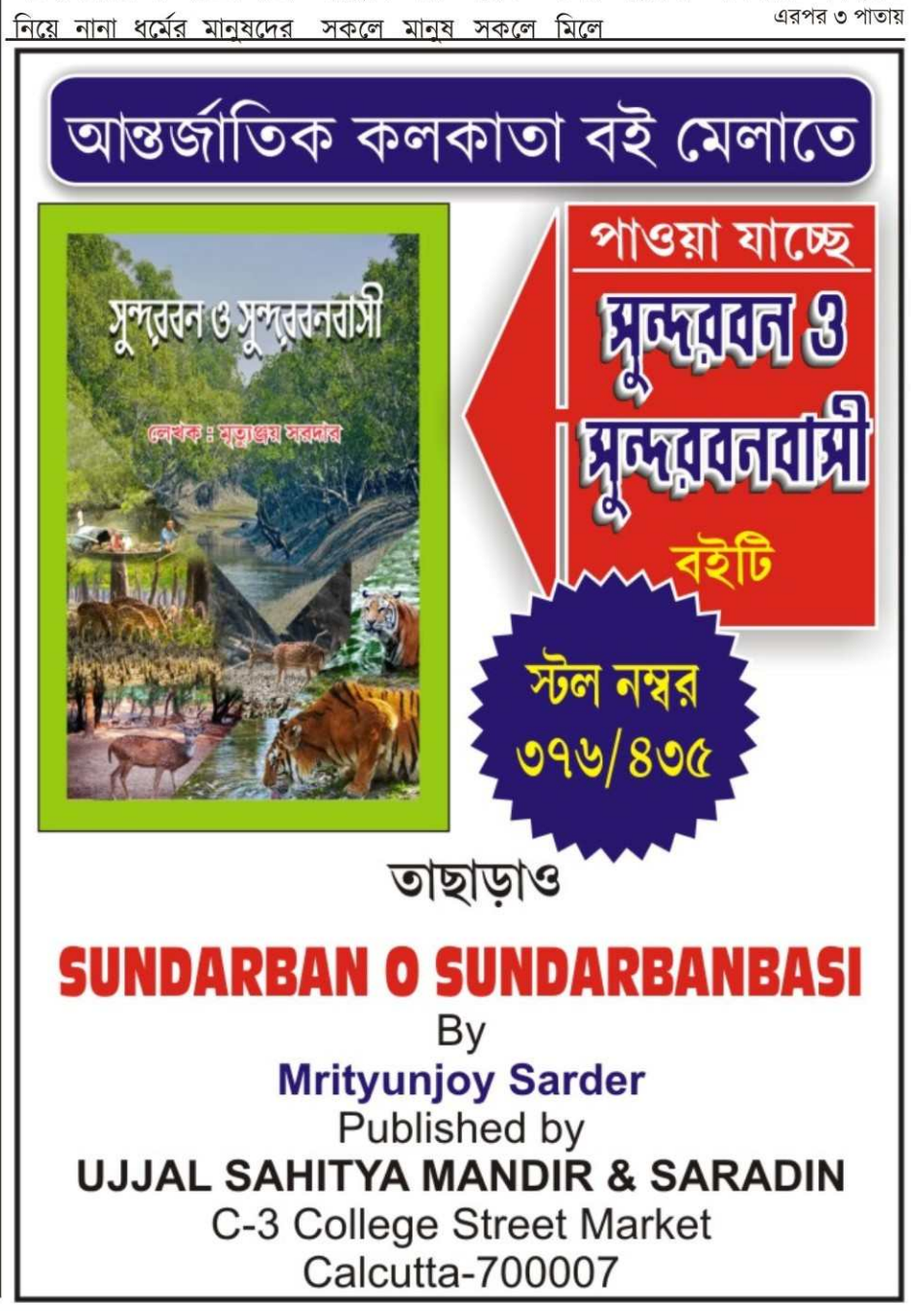

১-ম পাতার পর

রাম-দিনে উত্তরপ্রদেশে সাড়ম্বরে পূজিত রাবণও, বসবে দশাননের মূর্তিও

মন্দিরের অন্দরে তাঁর কোনও বিগ্রহ নেই। সেখানে নিত্যপুজো হয় রাবণেরই আরাধ্য শিবলিঙ্গের। মন্দিরে প্রবেশদ্বারের দুপাশ জুড়ে রাবণের মূর্তির সঙ্গে তাঁর বাবা-মা, ভাইবোন পুরো পরিবারের সঙ্গে তাঁরও তপস্যারত মূর্তির অবস্থান। সংলগ্ন পাশের ঘরে রাবণের একটি বিগ্রহ রয়েছে বটে তবে সেই ঘর তালাবন্ধ। প্রধান পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে চাবি অমিল। একমাত্র দশমীর দিনেই সেই মূর্তি বাইরে দর্শন ও পুজোর জন্য নিয়ে আসা হয়। চমকপ্রদভাবে, যেহেতু রাবণের গ্রাম তাই গ্রামজুড়ে স্থানীয়দের নামেও রাম-রাবণের ছড়াছড়ি।মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রামদাস, মেজো পুরোহিতের নাম রামচন্দ্র। এছাড়াও গ্রামের বহু মানুষের নামই দশানন। গ্রেটার নয়ডার গলি-ঘুঁজি পার করে এতদিন পর্যন্ত স্থানীয়দের মধ্যে পরিচিত থাকলেও অখ্যাত বিশরখ গ্রাম রাতারাতিই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে রাবণ মন্দিরের দৌলতে। শীতের মিঠে রোদ্দুরে মন্দির চত্বরেই বসে সময় কাটাচ্ছিলেন পুরোহিত রামচন্দ্র। আলাপ করতেই নিজেই মন্দিরের ইতিহাস থেকে সবকিছু বলে গেলেন গড়গড় করে। বেশ কিছুদিন ধরে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের আনাগোনা দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। তাই সব প্রশ্নেই উত্তরে সমান সাবলীল। রামচন্দ্রের কথায়, 'এই গ্রাম রাবণের গ্রাম, তাঁর পিতৃপুরুষেরও গ্রাম। বিশ্বশ্রবা মুনি-র নামেই আমাদের গ্রাম। এখানে রাবণ তো বটেই। তাঁর বাকি ভাইবোন, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, শূর্পনখার জন্ম হয়েছিল। রাবণের বাবা বিশ্বশ্রবা মুনি শিবভক্ত ছিলেন। তিনিও এই মন্দিরেই পুজো করতেন। রাবণও এই শিবলিঙ্গের কাছেই তপস্যা করেছিলেন ও নিজের দশটি মাথা কেটে, অর্পণও করেছিলেন। এখান থেকেই তিনি লঙ্কায় গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে।'সারা বছর মন্দিরে রাবণের পুজো না হলেও বিজয়া দশমীর দিনে উত্তর ভারত-সহ সারা দেশ যখন রাবণ দহন তখন এখানে চলে রাবণের পুজো। সঙ্গে বিলাপও। সেদিন অন্যান্য জায়গায় যখন সকলে ভূমিপুত্র রাবণের কুশপুত্তলিকা দাহ করার শোক পালন করেন, তখন বিশরখের বাসিন্দারা অশ্রু বিসর্জন করে শোক পালন করেন। মন্দিরের অন্দরে রাবণের মূর্তি না থাকার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন রামচন্দ্র। বলেছেন, 'রাবণ এই মন্দিরেই শিবের আরাধনা করতেন তাই মন্দিরেও আরাধ্য দেবতা শিবই। ত্রেতা যুগ থেকেই এই মন্দির রয়েছে। মন্দিরের শিবলিঙ্গ সাত হাজার বছর পুরনো। প্রশ্ন, ভক্ত আর ভগবান একসঙ্গে কীভাবে পূজিত হবেন? উত্তর হল, মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে রাবণের মূর্তি রয়েছে আর অযোধ্যায় রামলালার বিগ্রহ বসানোর পর এই মন্দির চত্বরেও রাবণের মূর্তি বসানো হবে। জয়পুরের মূর্তিকার দশাননের পিতলের মূর্তি তৈরি করছেন, দু'ফুটের সেই মূর্তিরও দশটি মাথা থাকবে। এ বছর বিজয়া দশমীর দিনেই মূর্তি স্থাপন করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।'

সোমবার অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনেই রাবণ মন্দিরেও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বসবছে রাম দরবার। 'রাবণই যেখানে মুখ্য সেখানে রামের পুজো?' প্রশ্ন করতেই মন্দিরের ছোটো পুরোহিত প্রিন্স মিশ্রের দাবি, 'রাবণের জন্যই তো রামের জন্ম হয়েছিল। রাবণের জন্যই তো রামের এত পরিচিতি। রামজিও আরাধ্য তবে এখানে রাবণই প্রধান। রামজির সঙ্গে সেদিন রাবণেরও পুজো হচ্ছে।' মন্দিরের বাইরের দেওয়ালজুড়ে রাবণের পরিবারের পাশাপাশিই মন্দিরের অন্দরের দেওয়াল জুড়ে শিব-পার্বতীর ছবি। প্রবেশদ্বারের মাথার উপরে বিরাজমান গণপতি। এই মন্দির অতীতেও চর্চায় উঠে এসেছে বলেও জানালেন মিশ্র। বললেন, 'জমি দখল করার জন্য এখানকার শিবলিঙ্গ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল অনেকবারই কিন্তু শিবলিঙ্গের শেষ অংশ মেলেনি। পরে '৯০ সাল নাগাদ এক সাধু চন্দ্রস্বামীর উদ্যোগে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা এসে খনন চালান। সেইসময় খননে বিশমুখী শঙ্খ উঠে এসেছিল আর কিছু জিনিসপত্রও। কিন্তু তাঁরাও শিবলিঙ্গের শেষ খুঁজে পাননি। পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগ জানিয়েছে, শিবলিঙ্গ সাত হাজার বছর পুরনো। পুরনো মন্দিরের কিছু অবশিষ্ট নেই এখন। নতুন মন্দির অবশ্য বহু বছর আগে হয়েছে। কমপক্ষে বছর চল্লিশ তো হবেই।'

রামমন্দির উদ্বোধন ও রামলালার

প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে উদ্বেল পাকিস্তানও!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামমন্দির নিয়ে উন্মাদনা ভারতে তো হবেই, হয়েছেও। কিন্তু পাকিস্তান? অনেকের মনেই এ নিয়ে সন্দেহ জাগতে পারে, যে, রামমন্দির নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে হয়তো তেমন কোনও সাড়া পড়েনি। বাস্তব হল, ভারতের অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘিরে উন্মাদনা-উচ্ছ্বাসের যে বাতাবরণ তার রেশ পৌঁছেছে পড়শিদেশ পাকিস্তানেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহর বিশ্বের অন্যতম প্রধান শহর। দেখতে গেলে সবচেয়ে আলোচিত ও চর্চিত শহর। গ্ল্যামারের শহর, ধনসম্পদের শহর নিউ ইয়র্ক। এ হেন নিউ ইয়র্ক শহরের প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কোয়্যার। আগেই জানা গিয়েছিল, সেই টাইমস স্কোয়্যার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত করা হবে অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিভিন্ন দেশের ভারতীয় দূতাবাসেও এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। সেই মতোই আজ, ২২ জানুয়ারি সকাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যার যেন এক টুকরো ভারত। ঘন ঘন জয় শ্রীরাম ধ্বনি, সঙ্গে শঙ্খধ্বনি। আর জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে রামমন্দির উদ্বোধনের দৃশ্যাবলি। অনেক আগে থেকেই জানা গিয়েছিল, রামমন্দিরের সব অনুষ্ঠান সরাসরি সকলের দেখার ব্যবস্থা করার জন্য বিজেপির তরফে দেশ জুড়ে বুথ-ভিত্তিক ভাবে বড় স্ক্রিন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে সমস্ত অনুষ্ঠান দেখতে পারেন, সেজন্যই এই উদ্যোগ। পাশাপাশি, অনেক আগেই জানা গিয়েছিল, রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তথা রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান দেখানো হবে বিশ্ব জুড়েও। কানাডা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মরিশাস, ফ্রান্সেও ছবিটা অল্পবিস্তর একইরকম। পাকিস্তানের হিন্দুরা ভারতের অযোধয়াায় রামমন্দির উদ্বোধন নিয়ে উল্লসিত। ২২ জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই তারা এই বার্তায় খুশি। তবে, এটাও তাঁদের তরফে খেয়াল রাখা হয়েছে, তাঁদের উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা যেন এমন স্তরে না পৌঁছে যায়, যা তাঁদের ভিন্নধর্মাবলম্বী সহবাসীদের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। কেননা, অযোধ্যার বিতর্কিত নির্মাণকে ঘিরে অতীতে যা হয়েছে সেখানে, তা মুসলিমদের মনে তীব্র অভিঘাত তৈরি করেছিল। তাঁদের সেই বেদনার কথাটা মনে রেখেই পাকিস্তানের হিন্দুরা সেদেশে রামমন্দির উদ্বোধন উদযাপন করছেন। রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক শ্রীরামচন্দ্র। আজ, ২২ জানুয়ারি সেই রামেরই প্রাণপ্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান। সারা ভারত এ নিয়ে উদ্দীপ্ত ছিল। তবে ভারতের বাইরের ছবিটাও মন্দ নয়। ভারতের রামমন্দির উদ্বোধন নিয়ে উদ্দীপ্ত নিউ ইয়র্ক। সেখানে টাইমস স্কোয়্যার যেন এক টুকরো ভারত। শাঁখ বেজেছে, ঘন ঘন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি উঠছে। উদ্দীপ্ত শ্রীলঙ্কাও। সেখানকার কথা উল্লেখ আছে রামায়ণেও। এদিকে ইন্দোনেশিয়া মূলত মুসলিম-অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ও মেতেছে রামমন্দির নিয়ে। নেপালেও অল্পবিস্তর রামমন্দির-ঢেউ পৌঁছেছে। ছবিটাও থাইল্যান্ডেও একইরকম।

১-ম পাতার পর

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ আমেরিকার আজ কেন এত ঋণগ্রস্থ?

ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৯ সালে আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতি যথেষ্ট হয় কিন্তু তা সত্বেও সেবছর আমেরিকার বাজেট ঘাটতি দাড়ায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার। আমেরিকায় জীবন যাপনের মান প্রচুর উন্নত ও আধুনিক যার জন্য আমেরিকার জিডিপি তার নাগরিকদের জন্য যথেষ্ট নয়। আমেরিকার জিডিপি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ২৩ ট্রিলিয়ন ডলার তাও তার নাগরিকদের খরচ অনেক বেশী। এই জন্য ২০২১ এ আমেরিকার লোন ও জিডিপির অনুপাত ১৩৭.২ শতাংশে পৌঁছেছে এবং তথ্য অনুযায়ী আগামী ৭৫ বছরে এটা বেড়ে ৪৭৫ শতাংশ হবে। আসলে এই ব্যাপক খরচ জানতে হলে প্রথমে আমেরিকার ফেডারেল বাজেট সম্বন্ধে জানতে হবে। আমেরিকার ফেডারেল বাজেট তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে থাকে জরুরী খরচ, দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে অন্যান্য খরচ এবং তৃতীয় ভাগে রয়েছে লোনের সুদ দেওয়া।জরুরী খরচের মধ্যে রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা, পেনসন, চিকিতসা ব্যাবস্থা এবং মিলিটারি মাইনে। আমেরিকার মোট জনসংখ্যায় বেশীরভাগ হচ্ছে বয়স্ক মানুষ। তরুন ও কর্মঠ জনসংখ্যার বিপীরতে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা আমেরিকায় তুলনামূলক ভাবে বেশী। অন্যান্য খরচের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষা খরচ। তবে সবচেয়ে বেশী খরচ প্রতিরক্ষা খাতে। ২০১৯ এ আমেরিকার ডিফেন্স বাজেট ছিল ৭০০ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বের প্রথম সারির সাতটি দেশের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা বাজেটের থেকেও বেশী আমেরিকার এই মিলিটারি বাজেট কারন আমেরিকা বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার। এছাড়া আমেরিকান সরকার সর্বদা নাগরিকদের জন্য অতিরিকগ ট্যাক্স কমানোর চেষ্টা করে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ হোক কিংবা ডোনাল্ড ট্রাম্প সবাই ট্যাক্স কমিয়েছেন কারন তাদের মতে এতে জিডিপি বাড়বে। আমেরিকাতে প্রতি বছর জিডিপি এক শতাংশ বাড়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে কিন্তু অতিরিক্ত কর ছাড়ের জন্য সরকারের লাভও কম হয় যার প্রভাব পড়ে বাজেটে। এসব কারনেই আমেরিকা অতিরিক্ত লোন নেয় বলে মত বিশেষজ্ঞদের।এবার জানা যাক আমেরিকাকে এত পয়সা দিচ্ছে কে! আমেরিকার মোট খরচের ৪০ শতাংশই দেয় তাদের ফেডারেল সরকার। এছাড়া এই লোনের এক তৃতীয়াংশ বহন করে আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থা, বিনিয়োগকারী, পেনশন প্রকল্প, ব্যাঙ্ক ও স্থানীয় প্রশাসন। সব মিলিয়ে আমেরিকার ৭০ শতাংশ ঋণ আমেরিকা নিজেই বহন করে। বাকী ৩০ শতাংশের মধ্যে ২৫ শতাংশই আসে বিদেশী বিনিয়োগ থেকে। একসময় চীন আমেরিকার সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী ছিল কিন্তু এখন জাপান এই জায়গা নিয়েছে। আমেরিকার মোট ঋণের ৪.৪ শতাংশ জাপানের দোওয়া। এনমকী ভারতও ২১৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে আমেরিকাকে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের কাছ থেকে আমেরিকা কেনো ঋণ নেয়?! এর উত্তর হচ্ছে বানিজ্য। আমেরিকা প্রচুর জিনিস আমদানি করে, ভারতের অন্যতম রপ্তানি বাজার আমেরিকা। আর আমেরিকাতে সমস্ত রপ্তানি হয় ডলারের মাধ্যমে। ডলারকে বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ ও মজবুত কারেন্সি বলা হয়। গত ৭০ বছর ধরে ডলার বিশ্বে তার অবস্থান মজবুত করেছে। এজন্য প্রতিটি দেশ তার বৈদেশিক রিজার্ভ ডলারেই রাখে। ধরুন কোন দেশ আমেরিকা থেকে ১০০ ডলার কিনল, আমেরিকা তখন একটা কাগজে ১০০ ডলার লিখে দিয়ে দিল একে ডলার বন্ড বলে, এর উপর ২-৪ শতাংশ সুদ চাপায় আমেরিকা। এই বন্ড বিক্রি করে আমেরিকা তার খরচ কীছুটা চালায়। আজ পর্যন্ত আমেরিকা তার শত্রু দেশের পর্যন্ত ডলার বন্ড নষ্ট করে নি যেজন্য আমেরিকার উপর সব দেশ বিশ্বাস করে। এই কারনে ভারত সহ বহু দেশ আমেরিকায় বিনিয়োগ করে। এবার জানা যাক আমেরিকার এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার উপায়।১৯১৭ থেকে আমেরিকা প্রায়ই তার ডেবট সেলিং বৃদ্ধি করে আসছে। কোন দেশ কতটা ঋণ নিতে পারবে তার একটা সীমা আছে তাকে ডেবট সেলিং বলে। আমেরিকা ১৯১৭ থেকে যখন মোট ঋণ ডেবট সেলিংকে ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে তখনই ডেবট সেলিং এর মান বাড়িয়ে দিয়েছে, এখনও পর্যন্ত আমেরিকা ১০০ বারেরও বেশী ডেবট সেলিং বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবার আমেরিকার ঋনের বোঝা রেকর্ড ৩০ ট্রিলিয়ন ডলার ছুঁয়েছে যার কারনে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারনা যদি আমেরিকা তার ডেবট সেলিং না বাড়ায় তাহলে আপনা আপনি লোন নেওয়া কমে যাবে। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। কারন ৩০ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণের উপর আমেরিকাকে আগামী দশকে শুধু সুদ দিতেই হবে ৪.২ ট্রিলিয়ন ডলার। এখন আমেরিকা যদি তার কর্মচারীদের মাইনে কমিয়ে, বিভিন্ন প্রজেক্ট বন্ধ করে খরচ কমায় তাহলে আগের ঋনের সুদ দিতেই আমেরিকার সমস্যা হবে। এর প্রভাব পড়বে দেশের জনগনের উপর, সাধারন মানুষের গাড়ি, ঘরের লোনে সুদ বাড়বে, বন্ডে সুদ বাড়বে। ফলে আমেরিকার জিডিপি কমবে, দেশে মূল্যবিদ্ধি হবে এবং আমেরিকার অর্থ ব্যাবস্থা পুরো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর পুরো প্রভাব পড়বে ভারতের মতো দেশের উপর।

১-ম পাতার পর

সংহতি মিছিলে মমতার পথেই রয়েছেন অভিষেক

তৃণমূলের 'অঘোষিত দু'নম্বর' অভিষেক ওই মিছিলে থাকবেন কি না।

প্রসঙ্গত, অভিষেক রবিবার কলকাতা পুলিশের 'হাফ ম্যারাথনে' যোগ দিয়ে কলকাতার রাজপথে দৌড়েছিলেন। তার পর তিনি তৃণমূলের মিছিলে যোগ না-দিলে দলের ভিতরে-বাইরে 'ভুল বার্তা' যাওয়ার অবকাশ থাকত। মিছিলের চেয়ে অভিষেক মিছিলে যোগ না-দেওয়া অনেক বেশি 'গুরুত্ব' পেয়ে যেত। লোকসভা ভোটের আগে যা শাসক শিবিরের কাছে একেবারেই কাম্য ছিল না। কালীঘাটে পুজো দিয়ে হাজরা পার্ক থেকে বেলা ৩টে নাগাদ মিছিলে শুরু করেছেন মমতা। গুরুদ্বার, মসজিদ এবং গির্জাতে যাচ্ছেন তিনি। মিছিলের শেষে পার্ক সার্কাস ময়দানে সভা করার কথা তাঁর। পথে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরেও পুজো দেওয়ার কথা রয়েছে মমতার। কিন্তু শাসকদলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে 'শৈত্য' নিয়ে যখন চর্চা চলছে, তখন মমতার এই কর্মসূচিতে অভিষেককে নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল। শেষে দেখা গেল, অভিষেক যোগ দিলেন মমতার আহূত মিছিলে।

মিছিলে অভিষেকের পাশে হাঁটতে দেখা যায় তৃণমূল কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী সুজিত বসু, মন্ত্রী জাভেদ খান প্রমুখকে। সংহতি মিছিলের প্রচারের বিষয়টি নিয়েও বিস্তর আলোচনা এবং জল্পনা ছিল। অভিষেকের ঘনিষ্ঠেরা বলছিলেন, মিছিলের যে প্রচার করা হচ্ছে, তাতে কেবল মমতার নাম রয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় সংহতি মিছিলের যে হোর্ডিং পড়েছে, তাতেও রয়েছে কেবল নেত্রীর ছবি এবং নাম। অভিষেকের নাম বা ছবি নেই। ওই অনুযোগের সূত্রেই অনেকে মনে করেছিলেন, অভিষেক মিছিলে না থাকতে পারেন। তবে অনেকে আবার এ-ও বলছিলেন, মমতা নিজে যদি অভিষেককে মিছিলে অংশ নিতে বলেন, তা হলে তিনি সেখানে থাকবেন। নইলে দলের কাছে 'ভুল বার্তা' যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও সেটাই হয়ে থাকতে পারে বলে দলের একাংশের মত। তবে কেউ আনুষ্ঠানিক ভাবে এর সত্যতা স্বীকার করেননি। বরং বলেছেন, দলীয় কর্মসূচিতে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অংশ নেবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। এ নিয়ে অনর্থক জল্পনা তৈরি করা হচ্ছিল এমনিতে সাধারণত কোনও 'সরকারি কর্মসূচি'তে থাকেন না অভিষেক। কিন্তু দলীয় কর্মসূচিতে থাকেন। কারণ, সংগঠনে তাঁর স্থান তৃণমূলের চেয়ারপার্সন মমতার ঠিক পরেই। ঘটনাচক্রে, সোমবারের মিছিল কোনও 'সরকারি' কর্মসূচি ছিল না। সেটি 'রাজনৈতিক কর্মসূচি'। ফলে এমনিতে সেখানে থাকতে অভিষেকের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু একই সঙ্গে মমতা ওই মিছিলকে রাজনীতির ঊর্ধ্বেও নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সে কারণেই তিনি মিছিলের শেষে পার্ক সার্কাসের মঞ্চে কোনও রাজনীতিককে রাখতে চাননি। ফলে সে অর্থে আবার ওই মিছিলকে তৃণমূলের 'দলীয় কর্মসূচি'ও বলা যাবে না। তাই মিছিলে অভিষেক না-থাকলেও তার 'যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা' তৈরিই ছিল। তবে ঘটনা পরম্পরা বলছে, সে সব ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন পড়ছে না।

২ পাতার পর

ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই শান্তির বার্তা নিয়ে নবদ্বীপ শহর, ব্লক জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি যাত্রা

এলাকায় উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ড রিকাক্ষ সাহা, নদিয়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সজল বিশ্বাস, বাবলারি পঞ্চায়েত প্রধান নারায়ণ কর্মকার, অঞ্চল সভাপতি প্রশান্ত ঘোষ, ব্লক সভাপতি কল্লোল কর, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঘোষ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দরা। বাবলারী অঞ্চল এলাকায় সংহতির শান্তির বার্তা নিয়ে পদযাত্রা করার পর বাবলারি বাসস্ট্যান্ডে একটি পথসভা করা হয়। ১৮ই জানুয়ারি থেকে নবদ্বীপ ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েতে নবদ্বীপে বিধায়ক পুন্ডরী কাক্ষ সাহার নেতৃত্বে চলছে আসন্ন লোকসভা কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সভা।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০২৩ সংখ্যা ২৩ জানুয়ারী, ২০২৪ মঙ্গলবার ০৮ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

নেতাজির জন্মদিনেই বাংলার বকেয়া নিয়ে বৈঠক কেন্দ্র-রাজ্যের

কিছু ঠিক থাকলে আজ অর্থাত ২৩ জানুয়ারি বাংলার রাজ্যের বকেয়া নিয়ে বিভিন্ন দফতরের সচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন কেন্দ্রের আধিকারিকরা। রাজ্যের বকেয়া নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।একুশের ভোটের আগে বাংলায় শ্লোগান উঠেছিল 'আবকে বার ২০০ পার'। সেই শ্লোগানের নেপথ্যে ছিল উনিশের লোকসভা ভোটের সাফল্য। কেননা সেই নির্বাচনে বিজেপি যেমন বাংলা থেকে ১৮টি আসন জিতে ইতিহাস গড়েছিল তেমনি রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩৬টি আসনে তাঁরা লিড তুলেছিল। কিন্তু সেই সাফল্যের বিন্দুমাত্র রেশ চোখে পড়েনি একুশের বিধানসভা নির্বাচনে। মাত্র ৭৭টি আসন পেয়েই দৌড় থেমেছিল বিজেপির। পরে সেই আসন আরও কমেছে। কার্যত একুশের ভোটের পর থেকেই বাংলার মাটিতে ধারাবাহিক ভাবে হেরে চলেছে বিজেপি। কোনও মন্ত্র, কোনও টোটকাতেও কাজ দিচ্ছে না। বাংলার বুকে বিজেপি এখন কার্যত প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। তাঁদের শেষ আশা, যদি ২৪'র ভোটে দল জেতে এবং তারপর বাংলার বুকে আবারও সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। আর তার জন্য, বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে অচল করে দেওয়া, পঙ্গু করে দেওয়া গেরুয়া শিবিরের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আগামিকাল যা বৈঠক হোক না কেন, বকেয়া যে খুব সহজে মিলবে, এমনটা মোটেও মনে করছেন না নবান্নের আধিকারিকদেরই একটা বড় অংশ। এই বৈঠক কার্যত লোক দেখানো বৈঠক ভিন্ন আর কিছুই হবে না।সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই প্রশাসনের আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠকের কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রীই। এবার সেই বৈঠকই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামিকাল। যদিও নবান্নের আধিকারিকদের দাবি, যতই বৈঠক হোক না কেন, বাংলার যা বকেয়া আছে তা রাজনৈতিক কারণেই ২৪'র ভোটের আগে কেন্দ্র সরকার ছাড়বে না। মোদি ও বিজেপি যদি ২৪'র ভোটে জেতে তাহলে টাকা আটকানোর ঘটনা আরও বাড়বে। কার্যত বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়েছে গেরুয়া শিবির। তাই যেনতেন প্রকারণে বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে অচল করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে চলেছে মোদি সরকার। গেরুয়ায় শিবিরের ধারণা বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে অচল করে দিলে ২০২৬'র বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা দখল সহজ হবে বিজেপি কাছে।

কলকাতা বইমেলায় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে

বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি স্মারক সম্মান দেয়া হলো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় উদার উজ্জল সাহিত্য মন্দির ও আনন্দ মুখর সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনের স্টলটি বহু বইপ্রেমীর কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হচ্ছে। স্টলটির নম্বর ৩৭৬/৪৩৫। বইমেলার ৮ ও ৫নং গেটের কাছে। স্টলে প্রকাশনের নিজস্ব ১৪০টি বই ছাড়াও আনন্দমুখর একটি প্রকাশকের কিছু বই পাঠককে আকৃষ্ট করছে। একদিকে সম্পাদক তার নিজের লেখা সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসী বইটিতে আদিবাসীদের নিয়ে কলকাতা বইমেলা দেখা মিলেছে দুটি স্টলে অন্যদিকে বইমেলার মুক্তমঞ্চে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ও সাহিত্য পত্রিকা আনন্দমুখর পক্ষ থেকে কবি সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র জগতের পরিচালক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি স্মারক সম্মান তুলে দিলেন, আনন্দমুখর এর কর্ণধর সুপর্ণা রায়। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বক্তৃতাতে নতুন লেখকদের সুযোগ পাবেন সে কথা তুলে ধরেছেন বই মেলাতে, তার প্রকাশনী সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

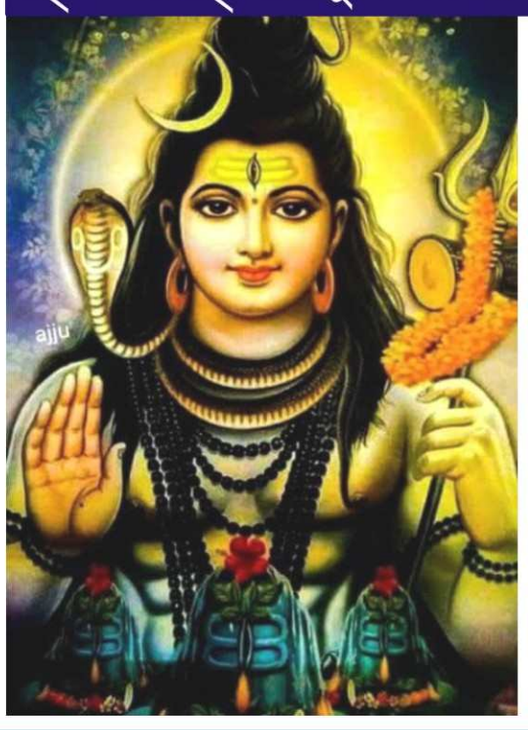

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আর এই রাজনীতি করেছিল স্বয়ং ভগবান শিব নিজেই, সেই নাই প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি আজ আর আমরা এখন দেখতে পাই না।আসলে এ কথাটি বলার মতন বা লেখার মতন ইচ্ছা আছে আমার ছিলনা। কিন্তু আমি সমাজের বহু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার উপলব্ধি করেছি, রাজনীতির জন্ম সূত্রপাত কোথা থেকে তাই এ কথাটি লিখতে বাধ্য হলাম। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার দেবে না সরকার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

হবে একশ্রেণী রাজনৈতিক নেতাদের। সেই কারনে নেতারা এতটাই মরিহা হয়ে লেগেছে। লোকাল সব খবর কম বেশি থাকার সত্ত্বেও কেমন যেন নির্বাক হয়ে রয়েছে। এদিকে কয়েকদিন আগেই কি বর্বরতা কাগজের সম্পাদকের উপরে চলছে, একদিকে কৌশল করে প্রশাসনকে দিয়ে অত্যাচার চালালো। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারা কৌশল করে জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই প্রশ্ন ছোট কাগজের সম্পাদককে কি জোর করে রাজনৈতিক করানোর অনুমতি দিয়েছেন আপনার দলের নিচু তলার কর্মীদের। তা না হলে কেনই বা সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর বিভিন্নভাবে অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। ক্যানিং প্রেস কর্নার করানোর জন্য ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদারের সামনে কয়েকজন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কাগজের সম্পাদক কে অপমান এবং মারধর হয়েছিল,তার কোন সূরাহ আজ হলো না। নিচের তলার পুলিশ কর্মীরা এমনভাবে অমানবিক অবিচার ও অত্যাচার করছে যাতে মৃত্যুঞ্জয় সহ তার পরিবার যে কোনভাবে যেন আত্মহত্যা করে। বা কোন কারণে মাথা গরম হয়ে কিছু অপীতিকার ঘটনা ঘটায় সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। যখন মানুষ আইনের উপরে ভরসা হারিয়ে যায় তখন সে নিজের বিচার নিজেই করে নেয়, সে কথা স্পষ্ট জানাচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। গতকাল সকালে তার পরিবারকে নিয়ে একটু ক্যানিং বাজারে গেছিল কেনাকাটা করতে, মৃত্যুঞ্জয় সরদারের চার বছরের ছোট মেয়েটি খিদে পেতে একটি দোকানের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে খাবার নিচ্ছিল সেখানে কোন জ্যাম বা কোন সমস্যা ছিল না পিছনে অনেক টোটো , ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদার বেশ কিছুটা দূরে ডিউটিতে তো ছিল, তারপরে কিভাবে এক পুলিশের কনস্টেবল এসে টোটোই লাঠিচার্জ করতে গিয়ে সম্পাদকের গায়ে মারল। কে এই কনস্টেবল কে মারার জন্য অনুমতি দিয়েছিল, যদি কোন সমস্যা থাকতো তাহলে এসে মুখে বলতেই পারতেন। এ বিষয়ে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবুর সাথে সম্পাদক জানালে বলেন এ যেমন জনগণ যেন তেমন তার পুলিশ, তবে কে ছিল ওই পুলিশ কনস্টেবল তা খোঁজ নিয়ে দেখছি বলে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবু জানিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এইভাবে কি রণকৌশল করে সম্পাদককে হেনস্থা ও অত্যাচার চালিয়ে কোন কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন ফেলতে চাইছে। না লোকাল সাংবাদিক ও একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা পুলিশের দাঁড়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের উপরে অত্যাচারের খাড়া নামাতে চাইছে। সবকিছুই সঠিক ভাবে দেখা উচিত উচ্চতর পুলিশ প্রশাসনকে। এ ঘটনায় প্রায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাহলে কি সত্যি কথা লেখার জন্য, দীর্ঘ কুড়ি বছর রাজনৈতিক কৌশলে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিরুদ্ধে। কেননা তিনি দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করে না। দুষ্কৃতীদের অন্যায় করলে সে কথা সবার আগে তার কলমের ভাষাতেই প্রকাশ পায়। তাই তার পরিবারের উপরে দীর্ঘ কুড়ি বছর মানসিক শারীরিক ও সামাজিক বিষয়ে অত্যাচার অব্যাহত। শত অত্যাচার অপমান অবিচার সহ্য করেও তিনি নীরবে কাজ করে চলেছে। আর সত্যি কথা প্রকাশ পাওয়ার কারণেই একশ্রেণীর দুষ্কৃতীরা দীর্ঘ বছর আগে থেকেই মৃত্যুঞ্জয় সর্দারের পরিবারসহ তাকে খুন করার পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। এক শ্রেণীর নেতাদের তার জমি জায়গা কেড়ে নেবে বলে অন্যের নামে রেকর্ড করে গোপনে তাদের মুনাফা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। সত্যি ঘটনা যখন প্রকাশ্যে এসছে তখন মৃত্যুঞ্জয় সরদার সমস্ত ঘটনা লিখিত প্রশাসনকে জানার পরে। শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে মদ খাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির মাঠের আশেপাশে বসে। আর মৃত্যুঞ্জয় পরিবারের যেকোনো উপর কী ভাবে ক্ষতি আলোচনা করছে। জমি যেভাবে কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করছে, নেতারা সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে মিটিং ডেকে আলোচনা করছে যাতে ওই জায়গায় পুনরায় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কাগজপত্র না হয় সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলেন যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভগবান আছে প্রশাসনকে সব জানানো আছে, তবে তার পরিবার মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় সহ ও তার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে একাধিকবার তাদের কথাতে বেরিয়ে এসেছে ।সেই কারনে বলতে চাই জঘন্য থেকে জঘন্যতম নোংরামিতে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জে, দীর্ঘ কুড়ি বছর যে পরিবারটা রাজনৈতিক সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত নয় তাদেরকে পিষে মারার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে। তাহলে কি রাজনীতিক হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ, আইন বা পুলিশ প্রশাসন বলে কিছুই নেই? কেনই বা সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়ের সরদারের পরিবারের এখানে অবস্থা! তাহলে কি রাজ্যের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা এইরকম জঘন্য তম ঘটনা সম্মতি দিয়ে সম্পাদক পরিবারের বিলুপ্ত করতে চাইছে? সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও এই পরিবারের কেনই বা নিরাপত্তা থাকতে পারবেনা? যত রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করতে করতে সম্পাদকের পরিবারের প্রায় লোক অসুস্থ অবস্থায় ভুগছে। সম্পদ পরিবারের মাছ চাষের ভেরি আছে, সেই ভেরীটা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শ উচ্চ স্তরে পুলিশকর্তারা বিষয়টি জানার পরেও কোনরকম রক্ষা করে রেখেছে এই পরিবারটাকে। এই পরিবারের মাছ চাষের ভেরির সমস্ত মাছ ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিনিয়ত কোন না কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে কত বলতে পারে প্রশাসনকে। সম্পাদকের বৃদ্ধ বাবা মা রাস্তাঘাটে বেরোলে জমি দখল করে নেবে এমনই ভয় দেখানো হয়। কি চাইছে এলাকার স্থানীয় এক শ্রেনীর নেতারা? সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রকাশ্যেই বলে যে আমার পরিবারের কোনো ঘটনা কিছু ঘটে গেলে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর নেতারা ।তবে দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

টম ক্রুজকে টেক্কা দিয়ে বিশ্বজয়ের পথে শাহরুখের পাঠান-জাওয়ান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বছর ঘুরলেও বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের দৌরাত্ম কিন্তু চব্বিশেও বহাল তবিয়তে বজায় রয়েছে। ২০২৩ সালে 'পাঠান', 'জাওয়ান' দিয়ে করেছেন বলিউড জয়। পাশাপাশি দিয়েছেন হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজকে টক্কর। এবার হাজার কোটির ব্যবসা করা ছবি দু'টি দিয়ে বিশ্বজয়ের পথে কিং খান। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভালচার্স ২০২৩ অ্যানুয়াল স্টান্ট অ্যাওয়ার্ড-এর তালিকায় নাম তুলেছে শাহরুখ খানের এই দুই ব্লকবাস্টার সিনেমা। গেল বছরে বক্স অফিসে সবথেকে বেশি ব্যবসা করা সিনেমার খেতাব জিতেছিল 'জাওয়ান'। রানার্স আপ-এর জায়গাও তারই দখলে। 'পাঠান'-এর দৌলতে। ভারতে তো বটেই এমনকী বাদশার বিশ্বব্যাপী অনুরাগীরাও 'জাওয়ান' দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এবার বিশ্বের অ্যাকশন প্যাকড সিনেমার শীর্ষ তালিকার দৌড়েও নাম উঠেছে 'পাঠান', 'জাওয়ান'-এর। এই একই তালিকায় টম ক্রুজের 'মিশন ইমপসিবল-ডেড রেকনিং' এবং কিয়ানু রিভস-এর 'জন উইক ৪' ছবিও রয়েছে। 'জাওয়ান'-এর তুখড় হাইওয়ে চেসিং সিকোয়েন্সের জন্য সেরা ভেহিকেলার স্টান্ট এবং সেরা অ্যাকশন ছবির বিভাগে মনোনীত হয়েছে। অন্যদিকে, বেস্ট এরিয়াল স্টান্ট বিভাগে রয়েছে পাঠান। এছাড়া সেরা অ্যাকশন ফিল্ম ক্যাটাগরিতেও রয়েছে 'পাঠান', 'জাওয়ান'-এর নাম।

গেল বছরের ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পায় 'পাঠান'। এটি যশরাজ স্পাইভার্সের অংশ। শাহরুখ খান ছাড়াও এই ছবিতে ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন, জন আব্রাহাম, ডিম্পল কাপাডিয়া প্রমুখ। ছবিটির পরিচালনা করেছিলেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। এখানে সালমান খানকে দেখা গিয়েছিল টাইগারের ক্যামিও চরিত্রে।

অন্যদিকে, জাওয়ান ছবিটি ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পায়। অ্যাটলি পরিচালনা করেছিল ছবিটির। এখানে মুখ্য ভূমিকায় শাহরুখ ছাড়াও ছিলেন দক্ষিণি সুপারস্টার নয়নতারা, বিজয় সেতুপতি প্রমুখ। ক্যামিও চরিত্রে দেখা মেলে সঞ্জয় দত্ত এবং দীপিকা পাড়ুকোনের।

ক্ষমা চাইলেন নয়নতারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনার অভিযোগে বেশ কদিন ধরেই আলোচনায় রয়েছে ভারতীয় দক্ষিণী তারকা নয়নতারা অভিনীত সিনেমা 'অন্নপুরাণী: দ্য গডেস অব ফুড'। যদিও গেল বছরের ১ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া নিলেশ কৃষ্ণা পরিচালিত এই ছবিটি সমালোচকদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়! তবে গত ২৯ ডিসেম্বর ছবিটি নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর বেশি সংখ্যক দর্শকের কাছে ছড়িয়ে পড়ায় শুরু হয় বিতর্ক! যেই বিতর্কের মুখেই নেটফ্লিক্সে মুক্তির পরও সরিয়ে নেওয়া হয় ছবিটি। বির্তকের মুখে পড়ে ছবির প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে আগেই ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয়েছিল লিখিতভাবে। এবার এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ছবির নাম ভূমিকায় থাকা অভিনেত্রী নয়নতারা।

নয়নতারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখেন, 'আমি আমার ছবিতে একটা ইতিবাচক বার্তা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হয়তো নিজেদের অজান্তেই ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। যে ছবি সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়ে মুক্তি পায়, সেই ছবিকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে তুলে নেওয়া হবে তা ভাবতে পারিনি। আমি কিংবা আমার টিমের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না কারও ভাবাবেগে আঘাত করার। এবং এই বিষয়ের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পেরেছি। আমি নিজে এক জন ধার্মিক মানুষ, বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিই কোনও ভাবেই ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতে পারব না।'

প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে তিনি দক্ষিণী ছবির জগতে অভিনয় করছেন। দক্ষিণের সব থেকে জনপ্রিয় অভিনেত্রী তিনি। শেষে নয়নতারার সংযোজন, 'গত দু'দশক ধরে ইন্ডাস্ট্রি কাজ করছি, জীবনের শুরু সময় থেকে সব সময় ইতিবাচক দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই ছবির ক্ষেত্রেও তেমনটাই উদ্দেশ্য ছিল।'

প্রেমে একের পর এক ব্যর্থতা, নিজেকেই দোষী মানছেন সালমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের ভাইজান হিসেবে খ্যাত তিনি। নিজের বর্ণিল ক্যারিয়ারে দিয়েছেন অসংখ্য হিট চলচ্চিত্র। কোটি ভক্তের ভালোবাসায় জড়িয়ে থাকেন সবসময়। তবে সাফল্যের পাশাপাশি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতেও জায়গা করে নিয়েছেন অসংখ্যবার।

বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিগত ও প্রেম জীবন নিয়ে একাধিকবার শিরোনাম হয়েছেন এই মেগাস্টার। সংগীতা বিজলানি থেকে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন কিংবা হালের ক্যাটরিনাদের মতো বলিউড ডিভারা ছিল তাঁর প্রেমিকার তালিকায়। তবে কোনো প্রেমই পরিপূর্ণ হয়নি সালমানের জীবনে। একে একে ছেড়ে গেছেন সবাই।

আর সেই দায় নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন ভাইজান। সালমান খানের মতে, বিচ্ছেদের কারণ তিনি নিজেই। দোষ তাঁরই। ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় টিভি শো 'আপ কি আদালত'-এ এসে এমনটাই জানিয়েছিলেন খান সাহেব।

গত বছর 'আপ কি আদালত'-এ হাজির হয়েছিলেন সালমান খান। সেখানে বিভিন্ন কথোপকথনে নিজের প্রেম জীবন নিয়েও কথা বলতে দেখা যায় তাকে। সেই ভিডিওটি নতুন করে ফের ঘুরছে ইন্টারনেটে। যেখানে সালমানকে বলতে শোনা গেছে, প্রেমের ব্যর্থতায় দোষ তাঁরই ছিল। অশ্রুসিক্ত চোখে কথাগুলো বলেন সালমান।

সঞ্চালক রজত শর্মার প্রশ্নের জবাবে সালমান জানান, 'যখন প্রথম সম্পর্ক ভাঙে তখন দোষ অপর ব্যক্তিকে দেওয়া যায়। দ্বিতীয় সম্পর্ক ভাঙলে তখনও তাকেই দোষ দেওয়া যায়। তৃতীয় সম্পর্ক ভাঙলে মনে মনে একটু হলেও সন্দেহ জাগে। আর চতুর্থ বা পঞ্চম সম্পর্ক ভাঙলে কোথাও গিয়ে নিজের দোষগুলো খুঁজে দেখতে হয়। তবে যখন ষষ্ঠ সম্পর্ক ভাঙে তখন একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, নাহ দোষ তো আমারই ছিল!' একথা বলার সময় সালমান খানের চোখের কোনে জল জমতে দেখা যায়। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে একের পর এক বিভিন্ন নায়িকারদের সঙ্গে সম্পর্কে থেকেও আজও ব্যাচেলর সালমান খান। সেই তকমা ঘোচাতেও চেয়েছিলেন বহুবার। তবে কোনও সম্পর্কই বেশিদিন স্থির হয়নি। আর জীবনের এই পর্যায়ে এসে এখন নিজেকেই দোষ দিয়ে থাকেন ভাইজান। তবে ভক্তদের প্রত্যাশা একটাই, জীবনটা নতুন করে শুরু করুক এই মেগাস্টার। তাঁর পাশে কাউকে দেখার তীব্র ইচ্ছায় এখনও ব্যকুল তাঁর কোটি অনুরাগী। সালমান খানকে সর্বশেষ দেখা গেছে 'টাইগার ৩' চলচ্চিত্রে। টাইগার ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় চলচ্চিত্র এটি। এতে আরো অভিনয় করেছেন ক্যাটরিনা কাইফ ও ইমরান হাশমি। ২০২৩ সালের দীপাবলিতে মুক্তি পায় সিনেমাটি। বক্স অফিসেও পেয়েছে সফলতা।

'ফাইটার' সিনেমায় নজর কেড়েছেন খলনায়ক!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রেক্ষাগৃহে আগামী ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে সিদ্ধার্থ পরিচালিত সিনেমা 'ফাইটার'। অ্যাকশন ঘরানার এই সিনেমায় অভিনেত্রী হিসেবে আবার দীপিকাকেই বেছে নিয়েছেন সিদ্ধার্থ। মুখ্যচরিত্রে দেখা যাবে অনিল কাপুর এবং হৃতিক রোশনের মতো বলি তারকাদের। তবে এই সিনেমায় প্রথম ঝলকে নজর কেড়েছেন খলনায়ক। কে খল চরিত্রে অভিনয় করেছেন?

বাঁ চোখের মণির অর্ধাংশ লাল, বাঁ দিকের গালের ওপর ক্ষতচিহ্ন। কপালে এবং ঠোঁটের পাশে কাটা দাগ। 'ফাইটার' ছবির প্রথম ঝলকে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য ধরা দিয়েছিলেন ঋষভ চাহানী।

'ফাইটার' ছবিতে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋষভ। হৃতিকের সঙ্গে অ্যাকশন দৃশ্যেও অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয়ের সঙ্গে সাম্প্রতিককালেই যোগ হয়েছে ঋষভের। বড় পর্দায় এই প্রথম আত্মপ্রকাশ তার। ২৮ বছর বয়সী ঋষভ মডেলিংয়ের মাধ্যমে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন। খ্যাতনামা পোশাকশিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। ২০২১ সালে 'দ্য এম্পায়ার' ওয়েব সিরিজে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান তিনি।

বাবর-রিজওয়ানকে

আলাদা করে কী লাভ হলো? প্রশ্ন রমিজ রাজার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টিতে লম্বা সময় ধরে পাকিস্তানের হয়ে ওপেনিং করেছেন বাবর-রিজওয়ান জুটি। তবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাবরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওপেনিং থেকে। ব্যাটিং অর্ডারের এমন পরিবর্তনেও ফলাফলে পরিবর্তন আসেনি। কোনো ম্যাচেই দলকে ভালো ভিত গড়ে দিতে পারেনি রিজওয়ান-সাইয়িম আইয়ুব জুটি।

এ ব্যাপারে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার ও পিসিবির প্রধান রমিজ রাজা নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তাই প্রশ্ন তুলেছেন, ওপেনিং জুটিতে বাবর-রিজওয়ানকে আলাদা করে কী লাভ হয়েছে? তিনি বলেন, 'বাবররিজওয়ানের জুটি ভাঙার জন্য অনেক চাপ তৈরি করা হয়েছে। নতুন খেলোয়াড় যখন আপনি নিয়ে আসেন, তারা হয়তো লিগে পারফর্ম করতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভিন্নরকম, এখানে চাপ আছে, সারা বিশ্বের নজর থাকে আপনার দিকে। আপনি এমন একটি ওপেনিং জুটি ভেঙে দিলেন, যেটা পুরো দুনিয়ায় বিখ্যাত।'

'ওপেনিং জুটি গড়তে সময় লাগে। এটা সহজ কোনো কাজ নয়। সুতরাং যদি আপনার কাছে এমন একটা জুটি থাকে এবং তারা আপনাকে সব সময় ম্যাচে রাখে, সেই জুটি ভেঙে কী লাভ হয়েছে আপনার?-আরও যোগ করেন বাবর।

পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ৫১ বার ইনিংস উদ্বোধন করেছেন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। ৫১ ইনিংসে দু'জনের জুটি থেকে এসেছে ২৪০০ রান, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ওপেনিংয়ে সর্বোচ্চ। গড়েছেন ৮টি শতরানের জুটি।

ছুটি শেষে ফিরলেন কাবরেরা

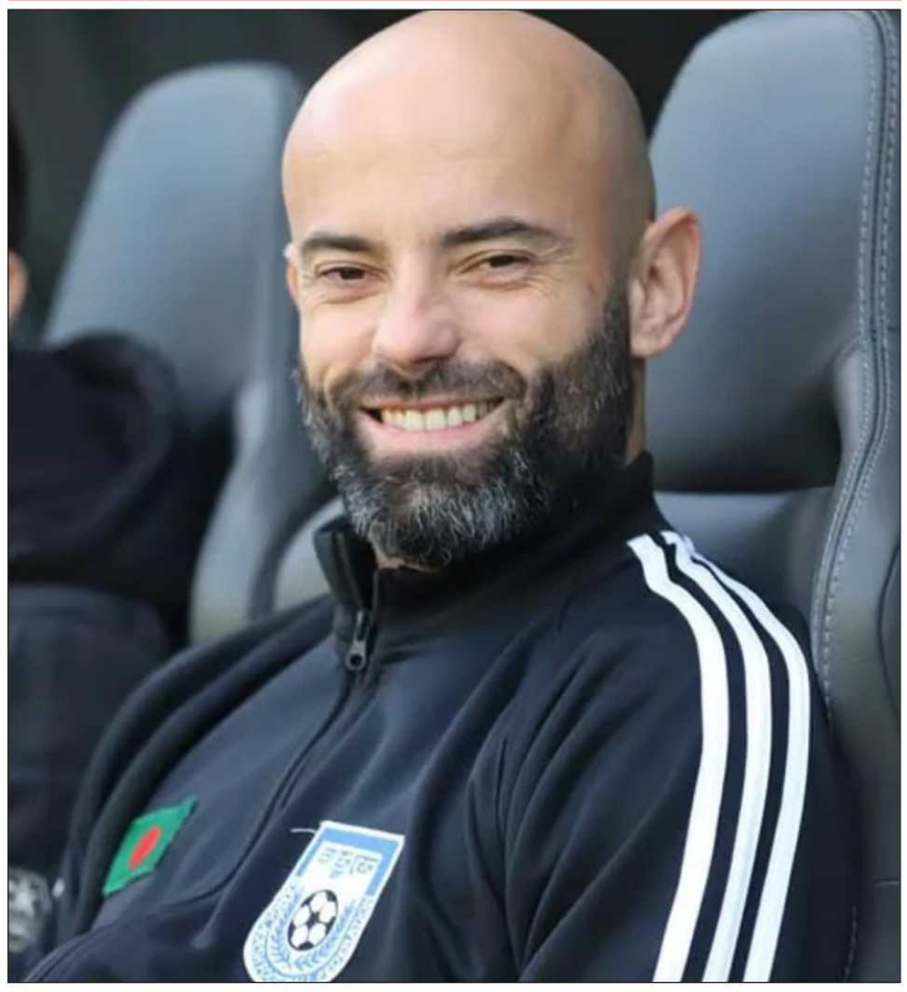

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রায় দেড় মাসের লম্বা ছুটি কাটিয়ে আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকায় ফিরেছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। ২০২৩ সালের নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে লেবাননের বিপক্ষে ম্যাচের কয়েকদিন পর কাবরেরার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। চুক্তি নবায়ন করেই ছুটিতে স্পেন গিয়েছিলেন বাংলাদেশ কোচ। ছুটিতে থাকলেও ফুটবলের বাইরে ছিলেন না ৩৯ বছর বয়সী এই কোচ। ডিসেম্বরে শুরু হওয়া প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপের ম্যাচে নজর ছিল তার। অনলাইনে দেখেছেন ম্যাচ। লিগের বিভিন্ন ভেন্যুতে গিয়ে ম্যাচ দেখার চর্চা আছে কাবরেরার।

কাবরেরা বলেছেন,'বেশ লম্বা সময় ছুটি কাটালাম। ভালো কেটেছে সময়। বিপিএলের ম্যাচ দেখেছি নিয়মিত। এশিয়ান কাপের খেলাও দেখতে হয়েছে।'

পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফের পদত্যাগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে যাচ্ছেতাই পারফরম্যান্স দেখিয়ে নকআউটের আগেই বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান। এরপর জলঘোলা কম করা হয়নি। অধিনায়ক বাবর আজম সরে গিয়েছেন। দুই কোচকে বিদায় করা হয়েছে। মোহাম্মদ হাফিজ এসেছেন কোচ হয়ে। ওয়াহাব রিয়াজকে করা হয়েছে নির্বাচক। এরপরেও জয় আসেনি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন টেস্টে হার। এরপর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চার টি-টোয়েন্টি হার। এতকিছুর পর ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি জাকা আশরাফই এবার সরে গেলেন। অবশ্য তার সরে যাওয়া অপ্রত্যাশিত নয় মোটেই। বরং ফেব্রুয়ারিতেই সরে যেতে হতো তাকে। হিসেব অনুযায়ী, দশদিন আগেই ছাড়লেন পদ। গত বছরের জুলাইয়ে আইএমসির প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় আশরাফকে। সেই কমিটিতে ছিলেন ১০ সদস্য। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল চার মাসের মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান পদের জন্য নির্বাচন আয়োজন করা। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা করতে না পারায় গত নভেম্বরে কমিটির মেয়াদ আরও তিন মাস বাড়ান পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী আনোয়ারুল হক কাকার। তবুও পিসিবিতে নির্বাচন হয়নি। এদিকে জাকা আশরাফের পর এই বোর্ডের প্রধান হিসেবে কে দায়িত্ব নেবেন, সেটা এখনো পিসিবির পক্ষে জানানো হয়নি। তবে তার এমন সরে যাওয়া কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে পাকিস্তানের ক্রিকেটকে। গত কয়েকমাসে ব্যাপক রদবদলে অস্থির সময় পার করেছে তারা।

দুই ম্যাচ

খেলতে পারবেন না সালাহ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আফ্রিকান নেশনস কাপে ঘানার বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করার ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন মিশরের তারকা মোহাম্মদ সালাহ। চোট কিছুটা গুরুতর হওয়ার কারণে আগামী দুটি ম্যাচে মিশরের হয়ে খেলতে পারবেন না তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মিশরের ফুটবল ফেডারেশন।

গ্রুপপর্বের খেলায় ঘনার বিপক্ষে খেলতে নেমে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করে মাঠে বসে পড়েন সালাহ। দেখেই বোঝা গেছে, বড় রকমের চোটে পড়েছেন তিনি। এরপর আর খেলতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়েছেন মাঠ। যদিও পরে তাকে হাসতে দেখা গেছে।

প্রথমে ভাবা হয়েছে, আফ্রিকান কাপে হয়তো খেলাই শেষ হয়ে গেছে সালাহর। তবে একদিন পরই আশার বাণী শুনিয়েছে মিশর ফুটবল ফেডারেশন। সংস্থাটি জানিয়েছে, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি আসরের কোয়ার্টার ফাইনালে দলে ফিরবেন সালাহ।

এক বিবৃতিতে মিশর ফেডারেশন জানিয়েছে, 'মোহাম্মদ সালাহ হ্যামস্ট্রিং টিস্যুর চোটে ভুগছেন। যে কারণে আগামী দুটি ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন না। এক্স-তে দেখা গেছে, মিশরের অধিনায়ক তার পোস্টারিয়র টিস্যুতে ব্যথা পেয়েছেন। যে কারণে কেপভার্দের বিপক্ষে গ্রুপপর্বে ও শেষ ষোলোর খেলা তিনি তিনি মিস করবেন।'

সালাহর ইনজুরিতে নিয়ে গতকাল শুক্রবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লিভারপুলের কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। কারণ, লিভারপুল তারকা বারবার ইনজুরিতে পড়ছেন। এদিকে সালাহর ক্লাব লিভারপুলের খেলা রয়েছে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি। যে কারণে এই মিশরীয় তারকাকে দলে পাওয়া নিয়েই উদ্বেগ ক্লপের।

বর্ণবাদের শিকার ভিনিসিয়ুসের পক্ষে

আদালতে মামলা করবে লা লিগা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছে না। খেলতে নেমে বারবারই বর্ণবাদের শিকার হচ্ছেন ব্রাজিলিয়ান রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সবশেষ গত বৃহস্পতিবার রাতে স্প্যানিশ কোপা দেল-রেতে অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলা শেষে ঘৃণ্য বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন রিয়াল তারকা।

ভিনিসিয়ুসকে বর্ণবাদীদের কবল থেকে বাঁচাতে এবার কঠোর হচ্ছে লা লিগা। স্পেনের আদালতে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির পেশাদার ঘরোয়া ফুটবল লিগ আয়োজনকারী সংস্থাটি। গতকাল শুক্রবার লা লিগা ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনকে জানিয়েছে, এ বিষয়ে তারা প্রসিকিউটদের কাছে একটি মামলা দায়ের করবে। যদিও এ বিষয়ে ভিনি ও তার ক্লাব রিয়ালের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ আসেনি।

অ্যাতলেটিকোর বিপক্ষে রিয়ালের ৪-২ গোলে হারের পর ভিনিসিয়ুসকে ধুয়ো দেয় প্রতিপক্ষের সমর্থকরা। ভিনিকে লক্ষ্য করে তারা বলতে থাকে, 'ভিনিসিয়ুস, তুমি একটা বানর।'

চলতি মাসের শুরুর দিকে স্পেনের ফুটবল ফেডারেশন ঘোষণা দিয়েছে, আগামী ২৬ মার্চ বর্ণবাদ বিষয়ে সচেতনতার বাড়ানোর জন্য ব্রাজিলের সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে স্পেন। কারণ, স্পেনের সমর্থকরাই ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ করেন।

গত পাঁচ বছর ধরেই স্পেনে বর্ণবাদের শিকার হচ্ছেন ভিনি। যে কারণে, তার সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ বন্ধ করার জন্য স্পেনের কতৃপক্ষকে পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ব্রাজিলের ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ) ও দেশটির সরকার। তাতেও কাজ হয়নি।

বর্ণবাদে অতিষ্ঠ হয়ে ভিনিসিয়ুস একবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, 'লা লিগায় বর্ণবাদী আচরণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ব্রাজিল এবং স্পেন বর্ণবাদীদের দেশ হিসেবে পরিচিত।'

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল কেমন হবে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাটিতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপার দ্বারপ্রান্তে গিয়েও হাতছাড়া হয়েছে ভারতের। আহমেদাবাদের সেই ক্ষত ভুলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ফের প্রস্তুত হচ্ছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। জানিয়ে দিলেন দেশের জন্য ফের বিশ্বকাপ জেতার চেষ্টা করবেন তারা।

আর সেই স্বপ্নপূরণের ক্ষেত্রে তার সৈনিক কারা হবেন, তা নিয়েও মুখ খুললেন টিম ইন্ডিয়া কাপ্তান। কারও নাম না জানালেও রোহিত জানিয়ে দিলেন ৮ থেকে ১০ জন খেলোয়াড়ের বিশ্বকাপের প্লেনে উঠা চূড়ান্ত, সেটা তার মাথার কম্পিউটারে ঠিক করা আছে।

ভারত-আফগানিস্তানের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পর বিশ্বকাপ পরিকল্পনা নিয়ে মুখ খোলেন রোহিত। সম্প্রচারকারী সংস্থাকে ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, আমরা যখন ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলছিলাম, তখন আমরা অনেককে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলাম। কিন্তু যখন মূল দল ঘোষণা করা হয়েছিল, সেখান থেকে কয়েকজনকে বাদ দিতেই হয়েছিল। ওদের কাছে এটা হতাশাজনক। কিন্তু দলের কাছে যাতে স্পষ্ট ধারণা থাকে, সেটা নিশ্চিত করা আমাদের কাজ।

ভারতীয় অধিনায়ক আরও বলেন, 'আমাদের যে ২৫-৩০ জন খেলোয়াড়ের একটা দল আছে, তাদের প্রত্যেক জানে যে তাদের থেকে আমরা কী চাই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের (ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আমেরিকা মিলিয়ে বিশ্বকাপ হবে ২০২৪ সালের জুনে) জন্য আমরা এখনও দল চূড়ান্ত করিনি। তবে হ্যাঁ, আপনার মাথায় থাকে যে কোন আট থেকে ১০ জন খেলবে।'

জাপানকে হারিয়ে দিল ইরাক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবার এএফসি এশিয়ান কাপের আসরে ফেভারিট দল জাপান। কিন্তু তুলনায় পিছিয়ে থাকা ইরাকের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেল তারা। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ইরাকের অবস্থান ৬৩তম। কিন্তু গতকাল কাতারের আল রাইয়ানে অবস্থিত এডুকেশন সিটি স্টেডিয়ামে জাপানকে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়ে দিল ইরাকিরা। ইরাকের হয়ে দুটি গোলই করেছেন আয়মান হোসেইন। ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে জাপানের হয়ে একটি গোল শোধ দেন ওয়াতারু এন্ডো। খেলার পঞ্চম মিনিটে ইরাককে এগিয়ে নেন আয়মান। হেডে বল জালে জড়িয়ে দেন এই ফরোয়ার্ড। বিরতির আগে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন তিনি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আহমেদ আল হাজাজির অ্যাসিস্টে এবারও হেডে বল জালে জড়ান আয়মান। বিরতির পর বেশ কয়েকটি আক্রমণ শানালেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না জাপান। অবশেষে ৯৩ মিনিটে একটি গোল শোধ দিতে পারে তারা। খুব কাছ থেকে লক্ষ্যভেদ করেছেন এন্ডো। গ্রুপ পর্বে ২৬ ম্যাচে এটা প্রথম হার চারবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানের। অন্যদিকে জাপানের বিপক্ষে এই জয়ে এশিয়ান কাপের শেষ ষোলোয় উঠেছে ইরাক। সম্ভাবনা আছে জাপানেরও। দুইটি করে ম্যাচ খেলে ইরাকের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট, জাপানের ৩ পয়েন্ট।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR